যুগান্তর

তারিখ: 9 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

শেষ হল ডিজিটাল শিক্ষক সম্মেলন

একুশ শতকের শিক্ষায় আলোকিত শিক্ষক— স্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার শেষ হল দেশের প্রথম 'ডিজিটাল শিক্ষক সম্মেলন'। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ডিজিটাল কনটেন্ট ও শিক্ষক বাতায়নে যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন সারা দেশের এমন ১০০ জন শিক্ষক এ সম্মেলনে অংশ নেন। শিক্ষকদের একুশ শতকের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি-কলাকৌশলের মাধ্যমে পাঠদানে উৎসাহ প্রদান, শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন এবং জাতি গঠনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যেই এ সম্মেলনের আয়োজন। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়কে উপস্থাপনের জন্য প্রথম দিন 'কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে ময়মনসিংহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মজিবুর রহমান ডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপন করেন। কীভাবে শ্রেণিকক্ষকে আনন্দদায়ক করা যায় তার বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সমসাময়িক স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠদানের কথাও বলেন অধ্যাপক মজিবুর। পাঠদান কৌশল, পাঠগ্রহণ ও আলোচনা তিনটি উপাদানের সমন্বয় করে শ্রেণিকক্ষকে আনন্দদায়ক করতে হবে। প্রথমবার উপস্থাপনের পর শিশুরা না বুঝলে একাধিকবার বোঝাতে হবে বলেও মনে করেন তিনি। চট্টগ্রাম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রভাষক জয়দেব দে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে প্রেজেন্টেশন করেন। তার আলোচনায় উন্নত বিশ্বের শিখন পদ্ধতি, তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বাংলাদেশে প্রযুক্তি সহজে ব্যবহারের উপকরণ নিশ্চিত করে পঠন-পাঠনকে আরও প্রাণবন্ত করা যায় বলে আলোচনায় উঠে আসে। ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক তাসনিফা খানম শিক্ষার্থীদের মনোভাব বুঝে পাঠ দেয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, মনোভাব, বয়সের ভিত্তিতে উদাহরণ টেনে বোঝালে প্রিয় শিক্ষক হওয়া যাবে। সম্মেলনে সেমিনার ছাড়াও থাকছে ২০টি শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে শিক্ষা মেলা, শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক উপহার, পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এবং এটুআই প্রোগ্রামের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক নজরুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ব্রেনডান ম্যাকশেরি এবং এটুআই প্রোগ্রামের ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ ফারুক আহমেদ। কক্সবাজার জেলা প্রশাসক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস, মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট প্রতিযোগিতার জুরি বোর্ডের সদস্য, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের শিক্ষক এবং জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষানুরাগী উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে এটুআই প্রোগ্রাম উদ্ভাবিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় তৈরি শিক্ষক বাতায়ন উল্লেখযোগ্য। যারা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি ও উপস্থাপন করেছিলেন, শিক্ষক বাতায়নের www.teachers.gov.bd ওয়েবসাইটির মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে সেরা শিক্ষকদের নির্বাচিত করা হয়েছে। এটুআইয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষক নিজেরাই শিক্ষার্থীদের উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। শিক্ষকদের তৈরি সেরা কনটেন্ট নির্বাচনের জন্য ২০১১ সাল থেকে তিন বছরের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে এটুআই প্রোগ্রাম।

২০১১ ও ২০১২ সালের মোট ২০ জন সেরা কনটেন্ট প্রস্তুতকারী শিক্ষক এবং শিক্ষক বাতায়নে গত এক বছরে কনটেন্ট আপলোড, ডাউনলোড, ইউজার রেটিং, পেডাগজি রেটিং এবং অন্যান্য সক্রিয়তার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতি সপ্তাহের সেরা শিক্ষকদের মধ্য থেকে বাছাই করা হয়েছে আরও ২২ জন সেরা শিক্ষককে।

■ সুমাইয়া রহমান শীমা